দৈনিক ইত্তেফাক

FEB. 22 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বদলে গেছে ক্যাম্পাস জীবন

রেজানুর রহমান ॥ বদলে গেছে ক্যাম্পাস জীবন। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনযাত্রায় এসেছে পরিবর্তন। সন্ত্রাসজনিত অস্থিরতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দূর হয়নি। কিন্তু তাই বলে প্রগতির ধারা এতটুকু বাধাগ্রস্ত হয়নি। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এখন আর সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীকে তেমন স্পর্শ করে না। চরম অস্থিরতার মধ্যেও নির্বিঘ্নে ক্লাস চলে। ছাত্র-ছাত্রীরা ক্যাফেটেরিয়া, লাইব্রেরী, মধুর কেন্টিনে আড্ডা দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলসমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকের কক্ষে স্থান পেয়েছে কম্পিউটার। মোবাইল ফোন অনেকের জরুরী অনুসঙ্গ হয়ে উঠেছে। তবে হল দখলে রাখার সংস্কৃতির পরিবর্তন হয়নি। অতীতের মত এখনও প্রভাবশালী ছাত্র সংগঠনের ক্যাডাররা হল পাহারা দেয়। সভা-সমাবেশে জোর করে সাধারণ ছাত্রদের ডেকে আনে। এই পরিস্থিতিতেও মেধাবীরা এগিয়ে যাচ্ছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে আপন যোগ্যতায় স্থান করে নিচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে আবাসিক হলের সংখ্যা ১৬। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩০ হাজার। অর্ধেক ছাত্র-ছাত্রী আবাসিক হলসমূহে অবস্থান করে। আর তাই ক্যাম্পাসে সর্বদাই বিরাজ করে একটি ভিন্ন সংস্কৃতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস পরীক্ষার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই হয় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে না হয় পার্ট টাইম চাকরি

(২য় পৃষ্ঠায় ৭-এর কঃ দ্রঃ)

ক্যাম্পাসে আড্ডা —ইত্তেফাক

ক্যাম্পাস জীবন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

করে অথবা টিউশনী করে অবসর কাটায়। কম্পিউটার ইন্টারনেট প্রযুক্তির দিকেও ঝুঁকে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র-ছাত্রী। আজিজ সুপার মার্কেটসহ নগরীর বিভিন্ন মার্কেট, বিপণী বিতানে ছোট-খাটো ব্যবসা খুলে বসেছে অনেকে। আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে সাম্প্রতিককালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অতীত ঐতিহ্য ম্লান হতে চলেছে। গত বছর আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ছিল তৃতীয়। পরিস্থিতি উন্নয়নে কর্তৃপক্ষ তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের কষ্ট আছে ডাকসুকে ঘিরে। দেশের প্রায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও দীর্ঘ এক যুগ ধরে ডাকসু নির্বাচন হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই ডাকসুর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কিছুই জানেন না।

ডাকসু ও হল সংসদ কার্যতঃ অচল থাকায় মেধা বিকাশের কেন্দ্রীয় কার্যক্রম দীর্ঘ দিন ধরে বন্ধ হয়ে আছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন চলছে ঈদের ছুটি, ক্যাম্পাসের হলগুলো প্রায় ফাঁকা। ঈদে প্রতিটি হলে কোরবানী হয়েছে। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল সামনে পরীক্ষা আছে এমন ছাত্র-ছাত্রীরাই ঈদে হল ত্যাগ করেনি। পাশাপাশি হলে রয়েছে প্রভাবশালী ছাত্র সংগঠনসমূহের ক্যাডাররা। যাদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে হল পাহারা দেয়া। গতকাল ক্যাম্পাসে গিয়ে দেখা গেল, ছাত্র-ছাত্রীদের ভীড় নেই। মধুর কেন্টিন, কলাভবন প্রায় ফাঁকা। টিএসসিতে আড্ডা দিচ্ছে কিছু ছাত্র-ছাত্রী। ওরা বললো ঈদের ছুটি শেষে বিশ্ববিদ্যালয় খুললে ক্যাম্পাসে আসবেন। তখন দেখবেন আলোকিত হয়ে উঠেছে জ্ঞানের পাদপীঠ, আমাদের প্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।